অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড

(অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী)

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১১/৩, টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বিষয় ঃ অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড এর গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমের খসড়া নীতিমালা এবং বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ।

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বিশ্বের পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন। বায়ু দূষন, পানি দুষন, পানির স্তর ভূগর্ভের অনেক নীচে নেমে যাওয়া, বন উজারকরণ, নদীতে বর্জ্য পদার্থ ফেলার কারণে পরিবেশ ভারসাম্যতা হারাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও বাসগৃহের বর্জ্যের ত্রুটিপূর্ণ নিস্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির মত মনুষ্যসৃষ্ট কারনেও পরিবেশের অবনতি ঘটছে।

কৃষি, ব্যবসা-বানিজ্য, শিল্প, কল-কারখানা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবন ব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, অর্থায়ন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত উপরোক্ত ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত আমাদের পরিবেশবান্ধব যৌথ কার্যক্রম গ্রিন ব্যাংকিং হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড এর গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমের খসড়া নীতিমালাসমূহ পরিচালনা পরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো ঃ

০১। <u>প্রথম ধাপ(First Phase)ঃ</u>

০১.১ <u>রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন ঃ</u>

অত্র কোম্পানীর সার্বিক গ্রিন ব্যাংকিং নীতিমালা প্রনয়ন, কৌশল নির্ধারণ, কর্মকান্ডের অগ্রগতি তদারক / পর্যবেক্ষণ/ মূল্যায়ন করার জন্য অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড এর পরিচালনা পরিষদের সন্মানিত পরিচালকদের সমন্নয়ে গঠিত রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির উপর ন্যস্ত করণ।

০১.২ <u>পরিবেশগত ঝুঁকি বিশ্লেষন (Environmental Risk Grading)ঃ</u>

প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নকালে Credit Risk Grading (CRG) এর পাশাপাশি Environmental Risk Grading (ERG) করার জন্য সকল আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা সমূহকে ইতোমধ্যে মৌখিকভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের Environmental Risk Management (ERM) Guidelines এ বর্ণিত EDD (Environmental due diligence) চেক লিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে ২৫.০০(পঁচিশ) লক্ষ টাকার অধিক (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য) বিদ্যমান/প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত ঝুঁকি বিশ্লেষন (ERG) করতে হবে।

০১.৩ <u>গ্রিন ব্যাংকিং এর উপর প্রশিক্ষণ ঃ</u>

গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্বাহী ও শাখা ব্যবস্থাপকের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সাধারন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা সমূহের জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

০২। দ্বিতীয় ধাপ (Second Phase)ঃ

০২.১ পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Risk Management Plan)ঃ

পরিবেশ ঝুঁকি মোকাবেলায় অত্র কোম্পানীর অভ্যন্তরীন ও বাহিরের কর্মকান্ডে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ-

ক. প্রতিটি শাখায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করা।
খ.শাখায় বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুতের সংস্থান করা।
গ.উপকূলবর্তী শাখায় যেখানে বিদ্যুৎ আদৌ নেই সেখানে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করা।
ঘ. কাগজপত্র, পানি, জ্বালানী ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা।
ঙ. পুরাতন আসবাবপত্র পুনরায় ব্যবহার করা।
চ. শাখার লোকবলকে পরিবেশ সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপক কর্তৃক মাসে অন্তত একটি অভ্যন্তরীন সভার আয়োজন করা।
ছ. পরিবেশ সচেতন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উৎসাহ দানের জন্য প্রণোদনা (Incentive) প্রবর্তন করা।
জ. শাখায় গ্রাহকগণের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে নিয়ে প্রতি ত্রৈমাসে একটি সভা করা।
ঝ. সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে ব্যাংক কর্তৃক পরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে (বনায়ন, বাঁধ নির্মাণ, বৃক্ষ রোপন) অংশ গ্রহণ করা।
ঞ. পরিবেশবান্ধব প্রকল্পসমূহ অর্থায়নের অধিক গুরুত্ব প্রদান করা, যাতে করে দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিবেশ- বান্ধবমুখী হয়।
ট. পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্পসমূহের সুফল সম্পর্কে গ্রাহকদের উদ্ধুদ্ধ করে এ সকল প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

০২.২ পরিবেশ বান্ধব কৌশলগত পরিকল্পনা (Green Strategic Planning)ঃ

গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া যা সবসময় অব্যাহত রাখতে হবে। ব্যাংকিং অর্থায়নের আওতায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহ পরিবেশবান্ধব নীতিমালায় পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতকরণার্থে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ-

ক. কোম্পানীর অর্থায়নে পরিচালিত বিদ্যমান প্রকল্পসমূহকে তাদের বৈশিষ্ট অনুযায়ী গ্রীণ, অরেঞ্জ-এ, অরেঞ্জ-বি এবং রেড ক্যাটাগরীতে বিন্যাস করা এবং এ সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করা।
খ. অভ্যন্তরীন কার্যকলাপে পরিবেশবান্ধব নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়ন হচ্ছে এমন শাখাকে চিহ্নিত করা।
গ. EDD চেকলিষ্টের মাধ্যমে ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়িত প্রকল্পসমূহ High/Moderate/Low হিসেবে ঝুঁকি নির্ধারন করতঃ এ সকল তথ্যাদি শাখায় সংরক্ষিত আছে মর্মে শাখা থেকে নিশ্চয়তা পত্র আনয়ন করা।
ঘ. রেড ক্যাটাগরী হিসেবে চিহ্নিত প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্যাদি প্রেরণ করা।

ঙ.কোম্পানী কর্তৃক যন্ত্রপাতি ক্রয়, গাড়ী এবং অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষন নীতিমালা অনুসরণ করা।
চ. কোম্পানী উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
ছ. কোম্পানী'র গ্রীণ ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী পরিচালনা পরিষদ এর সম্মানিত পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি সমীপে অর্ধ বার্ষিক ভিত্তিতে উপস্থাপন করা।

০২.৩ কোম্পানীর গ্রিন শাখা স্থাপন (Setting up Green Branches)ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত গ্রিন ব্যাংকিং গাইড লাইন অনুযায়ী 'গ্রিন শাখা'র বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য নিম্নরুপ কর্মপন্থা গ্রহন করতে হবেঃ-

ক. পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলোর সদ্ব্যবহার।
খ. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্বের ব্যবহার।
গ. পানি, কাগজ ও জ্বালানী ব্যবহারে মিতব্যয়িতা।
ঘ. বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে সৌর প্যানেলের ব্যবহার।
ঙ. ই-মেইল, ওয়েবসাইট ব্যবহার।
চ. পুরাতন কাগজ পুনঃব্যবহারযোগ্যকরন (রিসাইক্লিং করণ)।